প্রবাসীদের জন্য নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশ করবে দৈনিক আমাদের সময়

নাঈমুল ইসলাম খান: সম্পাদক, আমাদেরসময় (ফেব্রুয়ারী ০২, ২০১০)

পৃথিবীর যেকোনো দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের মানুষ যিনি এই পত্রিকার জন্য প্রবাসে তার নিজ শহরে প্রতিনিধি হতে আগ্রহী এবং এই পত্রিকার জন্য খবর পাঠাতে, লেখালেখি করতে ও সংগ্রহ করতে এমনকি পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতা খুঁজে বের করতেও আগ্রহী তাদেরকে আমার সঙ্গে ই-মেইলে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে জাপান গিয়েছিলাম। তখন টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশি অনেকের সঙ্গে কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি উঠে এসেছে- বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা, দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান, তাদের আরো কী করার সুযোগ আছে, বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের সুবিধা-অসুবিধা, সাফল্য ও সংগ্রাম তুলে ধরে এবং পৃথিবীর যে দেশেই বাংলাদেশের মানুষ আছে সেসব প্রবাসীর নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক জুড়ে রাখার মতো একটি সম্পূর্ণ নিবেদিত, সবাইকে যুক্ত করার মতো বাংলাদেশ থেকে কোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশ হয় না।

আমি টোকিও প্রবাসীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি দৈনিক আমাদের সময় থেকে একটি নিয়মিত মাসিক প্রকাশনার উদ্যোগ নেব। পৃথিবীর 'দেশে দেশে বাংলাদেশ' এবং আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশকে মিলিয়ে এই পত্রিকাটি ম্যাগাজিন আকারে একশ পৃষ্ঠা, মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে। এর জন্য একটি ডায়নামিক অংশগ্রহণমূলক ওয়েবসাইটও নিশ্চয়ই থাকবে।

আমরা আশা করছি আগামী দু'মাসের মধ্যেই এই পত্রিকা যাত্রা শুরু করবে।

ই-মেইলঃ editor@amadershomoy.com

প্রবাসীদের জন্য নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান : টোকিও, জাপান থেকে (ফেব্রুয়ারী ০৬, ২০১০)

সুপ্রিয় নাঈম ভাই, আপনাকে অভিবাদন এবং অভিনন্দন। প্রবাসীদের জন্য আমাদের সময়ের নতুন পত্রিকাকে স্বাগতম।আল্লাহর কৃপায়, স্বল্প সময়ের স্বদেশ সফর শেষে, ফিরে এসেছি টোকিওতে। এসে দেখি বরফ পড়ছে এখানে, ভীষণ ঠান্ডা। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে আপনাদের উষ্ণ আতিথেয়তার কথা। দুর্লভ সংগ্রহে সাজানো আপনার বাসভবনে কাটানো অসাধারণ সন্ধ্যাটির কথা ভুলবার নয়। ভাবীর আপ্যায়ন, আপনার কন্যা

লাবিবা ও যুলিকার গান। আবারো অনুভব করেছি, বাঙ্গালীর জন্য ঘরে ফেরার কোন বিকল্প নেই। ফিরে এসে আপনাকে লিখতে বসে চোখ বুলাচ্ছিলাম, প্রিয় কাগজ- আমাদের সময়ে। প্রবাসীদের জন্য পত্রিকা প্রকাশের প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি নজর কাড়লো।

নববর্ষে স্বল্প সময়ে টোকিও সফরে এসেছিলেন আপনি, দেখে গেছেন আমরা কেমন আছি। এবং সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করেছেন আমাদের কথা বলার মতো কিছু নেই। আমরা প্রবাসীরা এক ধরণের উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী। সারা পৃথিবীতে সেই সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যার জনসংখ্যা এর চেয়ে কম। অনেকটা ইহুদীদের মতো, হাজার বছরের উদবাস্তু। দেশে দেশে দিন কাটে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হেলায়-ফেলায়। অথচ সেই সব দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরীতে এক অপরিহার্য শক্তি। এবং তা সংগঠিত হলে, সুপরিচালিত হলে কি অমিত শক্তিধর হতে পারে নিশ্চয়ই সারা পৃথিবী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

প্রবাসীদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাটি কি আঙ্গিকে হবে জানিনা, ভাল হবে বিশ্বাস করি। বর্তমানে প্রবাসীদের পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়- আমেরিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য । এই জনগোষ্টীকে আবার অভিবাসী ও প্রবাসী এই দুই ভাবেও ভাগ করা যায়। আমেরিকা, ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ায় যারা আছেন তাদের অধিকাংশ অভিবাসী, দ্বৈত পাসপোর্ট বহন করেন, স্বদেশে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে যারা আছেন তারা প্রবাসী, বাংলাদেশের পাসপোর্ট বহন করেন। যা আয় উপার্জন করেন তার সবই দেশে প্রেরণ করে থাকেন, অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে দেশে ফিরে যাবেন। আমি আশা করবো আপনার নতুন পত্রিকাটিতে এই প্রবাসীদের যেন বেশী প্রতিনিধিত্ব থাকে কারণ, এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এদের অবদানই সর্বাধিক। পত্রিকাটি অফসেট মুদ্রনে, ভালো কোয়ালিটির পেজে, প্রচুর ছবি সম্বলিত হলে ভাল হয়, লেখায় থাকবে প্রবাসীদের ভাবনা আর ছবিতে থাকবে নানা আচার অনুষ্ঠান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বিভাগের কৃতি ছাত্র আপনি। সাংবাদিকতার নীতিমালা পড়েছেন, জানেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রবাসীদের জন্য নীতিমালা সিদ্ধ একটি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ আপনার দ্বারাই সম্ভব।